বিজয় দিবসের ভাবনা

হাসান
১৪ ডিসেম্বর ২০০৫ বুদ্ধিজীবী হত্যা দিবসে লিখিত
massnoon.hasan@gmail.com

ইরানি বংশোদ্ভূত আলোকচিত্রী আব্বাস বাংলাদেশে এসেছিলেন ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে। কিছুদিন পরই তিনি স্বচক্ষে দেখেন বাঙালির বিজয়। ক্যামেরায় ধারণ করেন তাদের বিজয়োল্লাসের অজস্র ছবি। কিন্তু এরই মধ্যে ১৮ ডিসেম্বরে মিরপুরে নাম না জানা এক শহীদ বুদ্ধিজীবী নিধনের দৃশ্যটি এভাবে ধরা পড়ে তার ক্যামেরায়। ৩৪ বছর পর সম্প্রতি ঢাকা সফরে এসে আব্বাস প্রথম আলোকে ছবিটি দেন —মেগনাম ফটোস

বুদ্ধিজীবী হত্যা দিবসটি প্রতিবার-ই ঘুরে ফিরে আমাদের মাঝে চলে আসে।এই দিনটি বাংলাদেশের মানুষের জন্য একটি শোকের দিন।পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকিস্তানী সৈন্যরা আমাদের মেধাবী সন্তানদের ধরে ধরে নিয়ে এই দিনটি-তে হত্যা করেছিল।একটি জাতির মেধাবী সন্তানদের ধরে নিয়ে সুপরিকল্পিত ভাবে হত্যা করা হলে,হ্যাঁ সেই জাতিটির হয়তো অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে; কিন্তু তারা কি চিরকালের মতো মেধাশূন্য হয়ে পড়বে?এই সহজ কথাটা কি সেসময়ে পাকিস্তানী জেনারেলদের কেউ বুঝিয়ে দেয়নি? এরকম একটি কাজ করে তারা যে ইতিহাসে চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে সেটা কি তারা জানে? মাঝখান থেকে তাদের চরম গাধামির মাশুল আমাদের দিতে হল,জাতির ক্রান্তিলগ্নে যারা তাদের মেধা ও মনন দিয়ে সাহায্য করবেন তারা চিরকালের মতো হারিয়ে গেলেন।

যারা আমাদের এই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়েছে এবং বাস্তবায়ন করেছে তারা এই দেশের কিছু মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ।সেই মানুষগুলো যদি তাদের বিবেকের চোখ কালো কাপড় দিয়ে না বেঁধে,দয়া-মায়া,মানবতাবোধ এগুলো কে ঝেড়ে ফেলে তাদের সাহায্য না করত তাহলে এই হত্যাযজ্ঞ করাটা তাদের পক্ষে কষ্টকর হত।এই পশু শ্রেণীর মানুষরা আল-বদর,আল-শামস এবং রাজাকার হিসেবে পরিচিত।তারা এই দেশে একটি রাজনৈতিক দল করে যেই দলের নাম-জামায়াতে ইসলামি বাংলাদেশ।

আমার বাসার আশে-পাশে কোন শহীদ বুদ্ধিজীবীর পরিবার নেই।যদি থাকত আমি তাদের বাসায় গিয়ে সেই বুদ্ধিজীবী-র মেয়ে বা ছেলে বা তার স্ত্রীকে কাছে ডেকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করতাম আসলে ঘটনাটা কি ঘটেছিল সেদিন?আমি জানি তারা পুরো ঘটনাটা বলার আগেই আমার দু'চোখে ছলছল করে উঠবে এই ভেবে-এতো সুন্দর একটি দেশে জন্মগ্রহণ

করার পর এই মানুষ গুলো এরকম বেঈমান কিভাবে হয়?নিজের দেশের মানুষকে এরকম নৃশংস,রোমহর্ষক ও পরিকল্পিত ভাবে তারা কিভাবে হত্যা করতে সাহায্য করতে পারে?

আজকের এই দিনে জামায়াতে ইসলামি বাংলাদেশ আলোচনা সভার আয়োজন করেছে তাদের মহানগর কার্যালয়ে। [সূত্র-দৈনিক ইত্তেফাক]।আমার খুব জানার ইচ্ছা ১৪ই ডিসেম্বর এই দিনটি সম্পর্কে তাদের নেতৃবৃন্দ কি বলেন।সেই সময়ে তাদের ভূমিকা কি ছিল সেটা কি তাদের আলোচনার কোনভাবে উঠে আসবে? আমি জানি না,কোন টিভি চ্যানেল যদি সেই আলোচনা সভা সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ করে তাহলে হয়তো জানতে পারব।

এই দেশে আর কিছু হোক না হোক আমাদের দেশের প্রধাণ ২টি রাজনৈতিক দলের ২ নেত্রী যা চান তাই হয়। তারা যদি চান তাহলে আমাদের দেশকে জামায়াতে ইসলামি মুক্ত করা যাবে। কোন একটি সমস্যার সমাধান করতে হলে সেই সমস্যাটার ভিতর থেকে তাকে বুঝতে হয়,আমার মনে হয় আমাদের ২ নেত্রী সেই সমস্যাটা বুঝতে পারছেন না বা চাচ্ছেন না।

বিজয় দিবসের ভাবনা ভাবতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধায় শহীদ যত পরিবার আছে তাদের সবার ভাবনার সাথে আমার ভাবনার একটি মিল রয়েছে।

আমি আল-বদর,আল-শামস এবং রাজাকার মুক্ত বাংলাদেশ চাই।

আমি জামায়াতে ইসলামি মুক্ত বাংলাদেশ চাই।

(লেখাটি লেখার সময় শহীদ জননী,রুমির আন্মা শ্রদ্ধেয় জাহানারা ইমাম এর কথা খুব মনে পড়েছে। শহীদ জননীর প্রতি এই লেখার মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।)